কমরেড সেলিম সাহেবের গল্প

ভজন সরকার

সকাল থেকেই মেজাজটা খাট্টা সেলিম সাহেবের । ক্যাবল টিভির অনুষ্টানগুলো তাতে আরো একটু ঘি ঢেলে দিলো । সপ্তম থেকে তা চড়ে গেলো আরও উপরে । রাগে হাত রগড়াতে রগড়াতে দ্রুত গতিতে আঙ্গুলের চাপে এ চ্যানেল থেকে ও চ্যানেলে । না, সব খানে সেই একই অনুষ্টান ।
- দেশটার হোলোটা কী? সব দেখি শালা মালাউনের দখলে চলে যাচ্ছে দিন দিন ।

রাগে বিড় বিড় করতে লাগলেন সেলিম সাহেব । ঢাকার সব ক্যাবল টিভিগুলোই বিভিন্ন মন্দির থেকে মহা-অষ্টমীর কুমারী-পূজো সরাসরি দেখাচ্ছে ।

শেষমেশ টিভি দেখা বন্ধ করে বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন । শরতের আকাশে পেজা তুলোর মতো সাদা মেঘেদের ফাঁক গলে নীল আকাশটা কেমন চকমক করছে । কেমন এক পশলা হালকা শীতের হল্কা সেলিম সাহেবের চোখ মুখে এসে লাগছে । ঘরের ভেতরে তেতিয়ে থাকা ক্ষোভটা একটু কমে আসছে মনে করে ক্ষণিকের জন্যে হলেও শান্তি পেলেন সেলিম সাহেব ।

পুরানো ঢাকার এই বকশি বাজার এলাকাটা সেলিম সাহেবের বড় চেনা । সেই কবে সত্তরের দশকে গ্রাম থেকে কলেজে এসে এই এলাকাতেই স্থিতু হয়েছিলেন । তারপর ইউনিভার্সিটি, ছাত্র রাজনীতি, আইন পেশা । সবশেষে বাম রাজনীতির শীর্ষ পর্যায়ের নেতৃত্ব । সব কিছু এই লালবাগ, বকশি বাজার এলাকা ঘিরেই । আর সে জন্যেই হয়তো ঋতু বদলের সব বাঁকগুলোই খুব চেনা তার । আরও চেনা এই এলাকার মাটি আর গাছগুলোও । কেমন আশ্চর্যভাবে বদলে যায় অলিগলি মাস কিংবা দিন বদলের সাথে সাথে । শীতের আগের এই সময়টা কেমন এক চিরচেনা গন্ধ মাটি থেকে বের হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে যায় । সেই সাথে গলির ও মাথায় ঢাকেশ্বরী মন্দির থেকে বছরের বিভিন্ন সময়ে পূজো-পার্বণের সাথে সাথে হরেক রকমের মানুষের আনা গোনা এই গলিটাকে বিচিত্র রকমে আমোদিত করে রাখে । এ সব এক সময় সেলিম সাহেবের কাছে খুব গর্বের আর সম্মানের ছিলো । নিজের কাছে তো বটেই , পরিচিত মানুষ জনের কাছেও মাথা উঁচু করে বলে বেড়াতেন সেলিম সাহেব ।

এতো সব ভাবতে ভাবতে লোহার শিকের জাল ঘেরা বারান্দায় হালকা চালে পায়চারি করতে থাকলেন সেলিম সাহেব । এক সময় বারান্দায় রাখা চেয়ারটাতে যখন একটু আরাম করে বসবেন ভাবছেন, ঠিক তখনি আবার মেজাজটা পুরানো ক্ষোভে ফুঁসে উঠলো । ঢাকেশ্বরী মন্দির থেকে ঢাকের বাদ্য আর পুরোহিতের মন্ত্র এক তীব্র কর্কশ শব্দে সেলিম সাহেবের কানে ঢুকে তা মুহূর্তেই শরীরের ইন্দ্রিয়গুলোকে এতো জোরে ধাক্কা দিলো যে , সেলিম সাহেব আবারও দ্রুত পায়ে ড্রয়িং রুমে ঢুকে নিজের অজান্তেই চিৎকার করে ডাকতে লাগলেন- সালেহা, সালেহা ।
সালেহা অর্থ্যাৎ সেলিম সাহেবের স্ত্রী ভাবলেশহীন ভাবে বেড রুম থেকে বাইরে এসে দাঁড়ালেন ।
— ওই মালাউনটা কোথায় ? দাও, পাঠিয়ে দাও হাতে শাঁখা আর কপালে সিঁদুর পরিয়ে । মন্দিরে পূজো দিয়ে আসুক । পারলে তুমিও যাও সাথে ।

- একটু ভদ্রভাবে কথা বলো । বাড়িতে তোমার মেয়ে ছাড়াও তো আরও অনেকে আছে । আছে না কি ? সালেহা খুব শান্ত গলায় উত্তর দিলো ।
- হ্যা , ভদ্র ছিলেম বলেই তো তোমার মেয়ে আজ মালাউনের সাথে ঘর বাঁধতে চলেছে । আর বলেহারি যাই তোমার ওই সংগীত চর্চ্চা দেখে । রবীন্দ্র সংগীত শিখাবে । কপালে লাল টিপ পড়ে , ওই মালাউনের গান । ধ্যাৎ , যেমন মা তেমন মেয়ে । আরে আমার সংস্কৃতি , প্রগতি ---

-সব দোষ এখন আমার । আর তুমি নিজে, কমিউনিষ্ট! ধর্ম কর্ম মানেন না । বেশ এখন এতো আপত্তি কিসের? মেনে নিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায় ।

সালেহা এবার গলা আরো একটু চড়ালো । সালেহার গলার তেজে সেলিম সাহেব একটু দমে যান । ঘরের ভেতর টানিয়ে রাখা মার্ক্সের ছবির দিকে চোখ ঘুরিয়ে আবার অন্য দেয়ালে চোখ রাখেন সেলিম সাহেব । চীন বিপ্লবের সেই ছবিটা, পাশে চেগুইভারা,আরও সরে দরজার উপর সদ্য শেষ হওয়া সম্মেলনের ছবি অন্যান্য কমিউনিষ্ট নেতাদের সাথে । এ সব যেনো এক নিমিষেই সেলিম সাহেবের কাছে অসহ্য মনে হয় । দেয়াল থেকে টেনে নামিয়ে ছুঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করে সেলিম সাহেবের ।
সালেহা বলে উঠেন , নিউ ইয়র্ক থেকে লূনা ফোন করেছিলো কাল রাতে ।
- কি বললো তোমার বোন, সেখানেও এসব ছড়িয়ে গেছে নাকি ? আরে বাবা, মেয়েটা তো এখনো হিন্দু হয়ে যায় নি ।
- না , বললো নিউ ইয়র্কের আরেক ঘটনার কথা । সে সব নিয়ে নাকি ঢি ঢি পড়ে গেছে সারা আমেরিকায় । মোল্লারা ক্ষ্যেপে গেছে, মিছিল মিটিং হচ্ছে ---
- আরে বাবা, ঘটনাটা কি ? সেটা তো আগে বলবে--- কলেজে মাষ্টারি করে এই এক বদ অভ্যাসে – বক বক– বক বক---
- কোন এক হিন্দু মেয়ে নাকি মুসলমান বিয়ে করেছিলো । কিন্তু ঘটনাটা তাদের নিয়ে না । তাদের মৃত ছেলেকে নিয়ে । তাকে নাকি দাফন না করে পুড়িয়েছে । তাই ক্ষ্যেপেছে মোল্লারা---
মোল্লাদের কথা শুনে তাক করে মাথায় আবার সেই পুরানো মেজাজটা খেলে গেলো সেলিম সাহেবের ।
- এতে মোল্লা ব্যাটাদের কি ? তাদের ছেলে মরে গেছে , আর সেই মরা ছেলেকে পুড়াবে না জলে ভাসাবে তা বাবা -মার সীদ্ধান্ত?
- লূনাকেও তো দেখলাম মোল্লাদের পক্ষেই । ওই মহিলা নাকি জামাতের বিরুদ্ধে কি সব লিখে-টিখে–
- আসল কথা তো ওখানেই । আর তোমার বোনটারও তো বিয়ে হয়েছে সেই জামাত শিবিরের সাথেই---
সেলিম সাহেবের কথা শুনে ফিক করে হেসে ফেলে সালেহা । সেলিম সাহেব শত রাগলেও সালেহাকে সমীহ করে চলে । সালেহার বুদ্ধিমত্তার কাছে প্রায়ই হার মানেন সেলিম সাহেব ।
সালেহার হাসির পেছনের কারণের জন্যে অপেক্ষায় থাকেন সেলিম সাহেব।
- হাসলাম কারণ, লূনার বড় বোনটাওতো সেই জামাতকেই বিয়ে করেছে ।
- আমাকে আর যারই সাথে তুলনা করো, ওই পশুদের সাথে নয়, প্লিজ ।
- না করলাম ,কারণ এতো ক্ষণ মেয়ের ভালবাসার কারণে যে বিচ্ছিরি ভাষায় কথা বলছিলে সেটা তো জামাত-রাজাকারের পক্ষেই সম্ভব ।
সেলিম সাহেব একটা ধাক্কাখান তীব্র বেগে । ধর্মের সেই সামন্ত-ধারণা এখনো থিতু হয়ে শেকড় গেড়ে আছে নিজের ভেতর । তার এতো দিনের প্রগতিশীল রাজনীতি, ধর্মের উপরে উঠে মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখার সেই মহান অহংকার , সভা-সেমিনার - সংবাদপত্রের পাতা ভরিয়ে ফেলা বক্তব্য বিবৃতি আর ভারি ভারি কথামালা এ সব কি তা হলে মেকি, এ সব কি মিথ্যে ? কিন্তু নিজের মেয়ে যদি সেই হিন্দু ছেলেটাকে বিয়ে করে ? আর সে সব ছড়িয়ে যায় পার্টিতে- কর্মীদের মাঝে,

আত্মীয় স্বজনের কাছে, সমাজের কাছে । তবে তো সর্বনাশ হয়ে যাবে । নিজের মেয়ের কারণে এতো দিনের মান -সম্মান , প্রভাব প্রতিপত্তি সব তো তলিয়ে যাবে একেবারে । সে সব ভেবে ভেবে এক গভীর সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে থাকেন সেলিম সাহেব । শেষে অসহায় ভাবে বলে উঠেন -

- জানো সালেহা, আমার সব কিছু কেমন উলোট পালোট হয়ে যাচ্ছে--

- না কিছুই উলোট পালোট হয়ে যাচ্ছে না। তোমার নিজের ভেতর আরও বুঝা-পড়া করতে হবে সেলিম । ভেবে দেখোতো এতো দিন তুমি যা মনে করেছে নিজের অর্জণ,নিজের বিশ্বাস, তার কতটুকু খাঁটি আর কতটুকু লোক দেখানো? ধর্মের উপরে মনুষ্যত্বকে স্থান দেবার যে নীতিবাক্য আওড়েছো , তা শুধুই মুখের বুলি, ভেতরের কথা নয় ?

- না সালেহা, সেটা সত্যি নয় । কিন্তু আমি তো সন্তানের বাবা । সন্তানকে সুখী দেখতে আমি চাইতে পারি না?

- এটার সাথে মেয়ের অসুখী হবার সম্পর্ক কোথায় ? মেয়েতো ভালবেসেই বিয়ে করতে চাইছে । এমন ভালো ছেলে --

— কিন্তু সে তো হিন্দু—

- হ্যা , সে তো মানুষ । তুমি না বলতে আমার মেয়ে আর যাকে বিয়ে করুক আপত্তি নেই ; শুধু স্বাধীনতার বিপক্ষের জামাত শিবির আর রাজাকারের কাউকে কিন্তু আমি আত্মীয় হিসেবে গ্রহন করতে পারবো না। সে সব কি কথার কথা ছিলো সেলিম ।

সালেহার কথায় কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যান সেলিম সাহেব । কিছুতেই সব কিছুকে সমীকরণে মেলাতে পারেন না । কোথায় যেনো একটা আত্ম প্রবঞ্চনার গন্ধ খুঁজে পান । সারা জীবনের বিশ্বাস, নীতি আর মূল্যবোধের সাথে আজকের সেলিম মাহমুদের একটা স্পষ্ট দৃশ্যমান দূরত্ব খুব সহজেই দেখতে পান সেলিম সাহেব । আর তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে তার ভালবেসে বিয়ে করা স্ত্রী সালেহা, মেয়ে অন্তরা মাহমুদ আর সেই হিন্দু ছেলেটা । সহসাই মুখ থেকে বেড়িয়ে যায়;

- সালেহা, তুমি অন্তরাকে বলো না , ছেলেটা যেনো মুসলমান হয়ে অন্তরাকে বিয়ে করে ।

- কমরেড সেলিম মাহমুদের মুখে কি চমৎকার প্রগতিশীল কথা !

সালেহার খোঁচা হজম করে নেয় সেলিম মাহমুদ । তার পরেও বলে,

- অন্তত পার্টিতে তবুও মুখ রক্ষা করা যাবে নিদেন পক্ষে ।

- তোমাদের কমিউনিষ্টরা কি মুসলমানের সংখ্যা বাড়ানোর আন্দোলনও করছে আজকাল ?

- আমার পার্টি পজিশনটার কথা ভেবে অন্ততঃ এই টুকু করো সালেহা , প্লিজ ।

সেলিম সাহেবকে বডড অসহায় আর অচেনা লাগে সালেহার । তার একদা ভালবাসার সেই সেলিম মাহমুদের সাথে তাবলিগ জামাতের ছেলেগুলোর মুখ একাকার হয়ে মিশে যায় । টগবগে উচ্ছল প্রগতিশীল সেলিম মাহমুদ কোথায় যেনো হারিয়ে যায় এক নিমিষেই । তবু বাস্তবকে নিজের ভেতর আত্মস্থ করে সালেহা বলে,

- তোমার মনে হয় রাজনীতি টা ছেড়ে দেয়ার সময় হয়ে গেছে সেলিম । তা না হলে অন্ততঃ আমি পারবো না আত্ম-প্রবঞ্চক কোন মানুষের সাথে এক ছাদের নীচে বাস করতে ।

- এর সাথে একত্রে বসবাস কিংবা রাজনীতি ছাড়ার সম্পর্ক কোথায় ?

- সম্পর্ক আছে, খুবই গভীর সে সম্পর্ক। তোমার সামনে দু'টো পথ খোলা আছে সেলিম । যে কোন একটা তুমি বেছে নাও আমার কোন আপত্তি থাকবে না । প্রথম পথ নীতি বিশ্বাসের পথে দৃঢ় থাকা, তাতে সালেহার মাথা গর্বে উঁচু হয়ে থাকবে । আর দ্বিতীয় পথ কমিউনিষ্ট পার্টি থেকে সরে দাঁড়িয়ে ধর্মের পথে চলে যাওয়া, সালেহা দুঃখ পাবে । কিন্তু নিজের নিয়তিকে অভিসম্পাত দিয়ে তোমার সাথেই থাকবো ।

সেলিম মাহমুদ এ এক অন্য সালেহাকে আজ দেখছে যেনো। কোথায় পেলো এ দৃঢ়তা সালেহা ? চিরকালের সেই ভীতু টাইপের মেয়েটা - যে সারা জীবন বই আর সংগীত ছাড়া আর কোনো খবরই রাখতো না । সে কোথায় পেলো এই মনোবল , এই সাহস , আর গুছিয়ে কথা বলার এই চমৎকার ষ্টাইল । সেলিম মাহমুদ সালেহার এই যুক্তি আর বাগ্মীতাকে তো আগে কখনো দেখে নি । সব কিছুর কাছে যেনো হার মেনে নিতে হচ্ছে আজ কাল ।

- সালেহা তোমার কাছে মনে হয় হারই মানতে হচ্ছে আজ আমার ।
- না সেলিম , এটা হার -জিতের কোনো ব্যাপার নয় । এটা নিজের ভেতরের মনুষ্যত্বকে আবার পরীক্ষা করার বিষয় । আমরা কেমন অন্য মানুষ হয়ে যাই নিমিষেই যখন দেখি আমাদের নীতি আদর্শগুলো আঘাত করছে আমাদেরই ঘুনে ধরা সামন্ততান্ত্রিক অহংকারের দেয়ালে । আজকে আমাদের মেয়ে অন্তরা ভালবেসে বিয়ে করছে কোনো হিন্দু ছেলেকে । কিন্তু আমাদেরই কোন ছেলে কোন হিন্দু মেয়েকে মুসলমান বানিয়ে যখন ঘরে তুলে আনতো আমরা কেমন সানন্দে গ্রহন করে নিতাম তাকে । কিন্তু এক জন মানুষ হিসেবে , এক জন প্রগতিশীল মুক্তবুদ্ধির মানুষ হিসেবে এই দু'য়ের মধ্যে কি কোন বিশিষ্টতা আছে ? এইটুক 'র‍্যাশনাল ' তো আমাদের হোতেই হবে সেলিম ।

সালেহা ঘরের বন্ধ জানালাটা খুলে দিলো । শরতের ঠান্ডা বাতাস জানালার ফিনে ফিনে পর্দাটাকে উড়িয়ে দিয়ে এক রাশ সজীবতা ছড়িয়ে দিলো সারা ঘরময় । গলির ওপাশ থেকে শারদীয় পূজোর ঢাকের সেই চিরচেনা শব্দ ঘরের নিরবতার সাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেলো সহসাই । ও ঘর থেকে টেলিফোনের আওয়াজে সালেহা দৌঁড়ে গিয়ে রিসিভারটা উঠালো । ওপাশ থেকে সৌম শান্ত গলার আওয়াজ-
- মাসিমা , আমি প্রদীপ্ত বলছি, অন্তরাকে একটু দেয়া যাবে ।
সালেহা সহজ কন্ঠে উত্তর দিলো,
- একটু দাঁড়াও বাবা, আমি ডেকে দিচ্ছি ।

।। অক্টোবর ০৪,২০০৮ ।।